কালের কণ্ঠ

তারিখ 02 FEB 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

'বইমেলায় নিরাপত্তার গুরুত্ব সর্বোচ্চ'

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মায়ের ভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষায় প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছিল বাঙালি। রফিক, শফিক, বরকত, জব্বারের তাজা রক্ত গড়েছিল নতুন ইতিহাস। তাঁদের রক্তে নতুন প্রাণ পায় আ'মরি বাংলা ভাষা। অমর একুশের চেতনাকে ধারণ করেছে অমর একুশে গ্রন্থমেলা। অনন্যসাধারণ সূচনা করেছিলেন চিত্তরঞ্জন সাহা। ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান হাউসের বটতলায় চট পেতে বসেছিলেন স্বপ্নবাজ এই প্রকাশক

মামুন রশীদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

'শুরু হয়েছে বাঙালি জাতির প্রাণের বইমেলা। এই মেলার নিরাপত্তায় প্রয়োজন সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া। এই মেলা আমাদের জাতির সম্মান বয়ে আনে। শিক্ষার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে।' কথাগুলো বলেছেন জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশনা সমিতির নির্বাহী পরিচালক কামরুল হাসান সায়খ।

গত রবিবার রাতে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে পর্যালোচনাভিত্তিক টক শো আকিজ সিমেন্ট মুক্তবাক অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে কামরুল হাসান এসব কথা বলেন। সাংবাদিক রাহুল রাহার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো আলোচনা করেন অর্থনীতিবিদ মামুন রশীদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সঞ্চালকের এক প্রশ্নের জবাবে মামুন রশীদ বলেন, '১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মায়ের ভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষায় প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছিল বাঙালি। রফিক, শফিক, বরকত, জব্বারের তাজা রক্ত গড়েছিল নতুন ইতিহাস। তাঁদের রক্তে নতুন প্রাণ পায় আ'মরি বাংলা ভাষা। অমর একুশের চেতনাকে ধারণ করেছে অমর একুশে গ্রন্থমেলা। অনন্যসাধারণ সূচনা করেছিলেন চিত্তরঞ্জন সাহা। ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান হাউসের বটতলায় চট পেতে বসেছিলেন স্বপ্নবাজ এই প্রকাশক। মাত্র ৩২টি বই। বাংলাদেশি শরণার্থী লেখকদের লেখা এসব বই প্রকাশ করে চিত্তরঞ্জন প্রতিষ্ঠা করেন স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ (বর্তমান মুক্তধারা প্রকাশনী)। বইগুলো স্বাধীন বাংলাদেশের প্রকাশনাশিল্পের প্রথম অবদান। নিজের প্রকাশিত বই নিয়ে একাই উদ্যোগটি অব্যাহত রাখেন চিত্তরঞ্জন। যত দূর জানা যায়, ১৯৭৬ সালে উদ্যোগটির সঙ্গে যুক্ত হয় আরো কয়েকটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৮ সালে মেলার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয় বাংলা একাডেমি। ১৯৭৯ সালে যুক্ত হয় বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি। কোনো কোনো সূত্র মতে, ১৯৮৩ সালে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক থাকাকালে কাজী মনজুরে মওলা বাংলা একাডেমিতে প্রথম অমর একুশে গ্রন্থমেলা আয়োজন করেন। বর্তমানে মেলা সম্প্রসারিত হয়েছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত। এরই মধ্যে চলতি বছরের আয়োজনের সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। এখন শুধু উদ্বোধনের অপেক্ষা।'

আলোচনার এ পর্যায়ে কামরুল হাসান সায়খ বলেন, 'অমর একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত বাংলা একাডেমির মূল মঞ্চ। কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিধন্য বর্ধমান হাউসের সামনে বিশাল এই মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়েছে। একাডেমি প্রাঙ্গণে ৮২টি প্রতিষ্ঠানকে ১১১টি ইউনিট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বহেড়াতলায় চালু হচ্ছে লিটল ম্যাগ চত্বর। প্রথমবারের মতো গুচ্ছাকারে সাজানো হয়েছে সবুজ খোলা প্রান্তর। বাংলা একাডেমিসহ ১৪টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মোট ছয় হাজার বর্গফুট আয়তনের ১৫টি প্যাভিলিয়ন সাজিয়েছে। এখানে মোট প্রতিষ্ঠান ৩২০টি। ইউনিটসংখ্যা ৫৪০। এবার শিশু কর্নারও থাকছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অংশে। প্রকাশকদের দাবি ও বই বিক্রির সুবিধার্থে এই সিদ্ধান্ত। মাসব্যাপী গ্রন্থমেলায় থাকবে বিশেষ শিশুপ্রহর। শুক্র ও শনিবার সকালে বিশেষ আয়োজন থাকবে শিশুদের জন্য। একাডেমির নজরুল মঞ্চে এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকবে।' তিনি বলেন, 'মেলায় আগত লেখক, প্রকাশক ও দর্শনার্থীদের জন্য সরকার যে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে, তার জন্য সরকার ধন্যবাদ পেতে পারে।'

সায়খ আরো বলেন, 'বইমেলায় এবার সর্বোচ্চসংখ্যক বই প্রকাশ করা হবে, যার পরিমাণ হবে প্রায় ছয় হাজার। বাঙালি জাতিসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রতীক বাংলা একাডেমির আয়োজনে মেলায় অংশ নেবে দেশের প্রায় সব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন শুরু হয়ে মেলা চলবে শেষ দিন পর্যন্ত। বইয়ের প্রদর্শনী ও বেচাকেনার এমন বর্ণাঢ্য আয়োজন সারা বিশ্বেই বিরল। সকল বাঙালির আবেগ-ভালোবাসার অনিন্দ্যসুন্দর প্রকাশ বইমেলা একই সঙ্গে প্রাণের মেলা হিসেবে খ্যাত। শুধু বইকে কেন্দ্র করে হলেও কালক্রমে এটি হয়ে উঠেছে বঙ্গসংস্কৃতির বৃহৎ উৎসব।'